দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 ?ED 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 1 কলাম 5 ... ...

30

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে কয়েকজন শিক্ষকের পদ শূন্য

॥ মেডিকেল রিপোর্টার ॥

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে দীর্ঘদিন থেকে ৫টি অধ্যাপক, ৬টি সহযোগী অধ্যাপকসহ বেশ কয়েকটি পদ শূন্য রয়েছে। পদগুলো হচ্ছে এনাটমি বিভাগে ১টি অধ্যাপক, ১টি সহযোগী অধ্যাপক, প্যাথলজীতে ১টি অধ্যাপক ও ১টি সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে ১টি অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগে ১টি অধ্যাপক, ফিজিওলজী বিভাগে ১টি সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজীতে ১টি

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকের পদ শূন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহযোগী অধ্যাপক, রক্তপরিসঞ্চালন বিভাগে ১টি অধ্যাপক, ১টি সহকারী অধ্যাপক, ফিজিকেল মেডিসিন বিভাগে ১টি সহযোগী অধ্যাপকের পদ। এনাটমি ও ফরেনসিক মেডিসিন চক্ষু বিভাগে অধ্যাপকের পদগুলো প্রায় এক বছরের অধিক সময় ধরে, শূন্য রয়েছে। এনাটমিতে ২টি পদ খালি থাকায় দীর্ঘদিন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটছে এবং বাকী শিক্ষকদের উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে চক্ষু বিভাগে গত ২৯ এপ্রিল (৮৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে অধ্যাপক সাদেকুল আলম যোগদানের পর ৭ দিনের ছুটি নিয়ে চলে যাবার পর অদ্যাবধি তিনি আর ফিরে আসেননি। ফলে এ বিভাগের একমাত্র সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মুকতাদিরের পক্ষে পুরো বিভাগের রোগী দেখাশুনার পর রীতিমত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হয় এবং অস্ত্রোপচারের পরপরই ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতে হয়। এছাড়া প্যাথলজী বিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ এ, বি, এম, আবদুস সাত্তার ৩ বছর আগে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। তাঁর অবর্তমানে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া এই বিভাগে ১টি সহকারী অধ্যাপকের পদও খালি। হাসপাতালেও দীর্ঘদিন থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি রয়েছে। বিগত ২ মাস থেকে চক্ষু ও নাক, কান, গলা বিভাগের ২ জন আরএস-এর পদ এবং একই বিভাগগুলোতে বিগত ১০ মাস থেকে ২টি রেজিস্ট্রারের পদ খালি পড়ে আছে। ১৯৮৪ সালের মে মাসে এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে মিটফোর্ড হাসপাতালে ১টি বায়োকেমিস্ট, ১টি রেডিও থেরাপিস্ট ও ১টি গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত পদগুলোর জন্য লোক নিয়োগ তো দূরের কথা কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তিও দেয়া হয়নি।

এছাড়াও হাসপাতালে ২টি রেডিগ্রাফার, ২টি দন্ত টেকনিশিয়ান ও ১টি প্যাথলজী টেকনিশিয়ানসহ মোট ৫টি তৃতীয় শ্রেণীর পদ খালি রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানান, আমরা উক্ত পদগুলো পূরণের জন্য বহুদিন পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়ার পরও এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।